ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
কর্পোরেট ট্যাক্সঃ অত্যন্ত গুরুত্বর্পূণ			
০১	**অর্থ আইন ২০২০ এ সংযোজিত Promotional Expense (প্রচারণামূলক ব্যয়) খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচের সর্বোচ্চ সীমার (০.৫%) বিধান প্রত্যাহার**		
	অর্থ আইন ২০২০ এর মাধ্যমে সংযোজিত আয়কর অধ্যাদেশে ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(পি) অনুসারে নিম্নলিখিত বিধি: ব্যবসায়ের টার্নওভার-এর উপর ০.৫০% শতাংশ, Promotional Expense (প্রচারণামূলক ব্যয়) খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা আছে।	আমাদের প্রস্তাব হলো, ধারা ৩০ (পি) বিলুপ্তিকরণের মাধ্যমে Promotional Expense (প্রচারণামূলক ব্যয়) খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচের সর্বোচ্চ সীমা বিলুপ্ত করা। আমরা জোরালোভাবে ধারা ৩০ (পি)-এর প্রত্যাহারের প্রস্তাব জানাচ্ছি।	প্রচারণামূলক ব্যয় প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিক্রয়ের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। চলমান অর্থনীতিকে দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে যেখানে প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে প্রচারণামূলক ব্যয়ে বিনিয়োগ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে সেখানে এই ধরণের খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী এই ধরনের খাতে অযৌক্তিকভাবে অননুমোদন খরচ হিসেবে বিবেচনা করার কোন নজির নেই যা কিনা কোম্পানির কার্যকর করের হার বৃদ্ধি করে এবং প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে তার ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে বিরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতএব আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তাব বিবেচনা করার তাগিদ দিচ্ছি যা আন্তর্জাতিক অনুশীলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের সুবিধার্থে ও সহায়তা করবে।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
০২	**কার্যকর (প্রকৃত) ট্যাক্সের উচ্চ হারের বিবেচনায় কর্পোরেট ট্যাক্স হার হ্রাসকরণ**		
	কোম্পানির করদাতার জন্য বর্তমানে নিম্নলিখিত ট্যাক্সের হারসমূহ বিদ্যমান রয়ছে **কোম্পানির ধরণ** / **ট্যাক্সের হার** নন-পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানি: ৩২.৫০% পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানি (তালিকাভূক্ত): ২৫.০% ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত): ৩৭.৫% (তালিকা-বহির্ভূত) ৪০% (তালিকাভূক্ত) মার্চেন্ট ব্যাংক: ৩৭.৫% সিগারেট উৎপাদন সংস্থা: ৪৭.৫% (সারচার্জ ২.৫% সহ)	আমরা তাই জোরালোভাবে দাবি জানাচ্ছি যে, ১) **বিদ্যমান ট্যাক্স হার এবং কার্যকর ট্যাক্সের হারের মধ্যে ব্যবধান কমাতে, বিদ্যমান ট্যাক্সের হার ৫% হ্রাস করা; এবং** ২) **ট্যাক্সের হার কমপক্ষে পরবর্তী ৩ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখা।**	বিদ্যমান কর্পোরেট ট্যাক্সের অধীনে, ব্যবসার প্রমোশনাল খরচের সীমা (০.৫%) নির্ধারণ, বৈদেশিক ভ্রমণ খরচের অনুমোদিত সীমা হ্রাস, অননুমোদিত রয়্যালটি ফি এবং অতিরিক্ত পারকুইজিট (দ্বৈত কর) এর ফলে কলাম ১ এ উল্লিখিত (নির্ধারিত) কর হারের থেকে প্রকৃত কর হার অতিরিক্ত আরও ৮% থেকে ১০% বেশি হয়ে থাকে। **ভারত ও শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশী দেশগুলিতে কর্পোরেট করের হার ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে।** সুতরাং, শিল্পায়নের বিকাশ সহায়ক, প্রত্যক্ষ্য বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অন্যান্য প্রতিযোগী দেশগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রয়োজন টেকসই উন্নয়ন, সর্বোপরি **COVID** ১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায়, এইসব ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার হ্রাস অপরিহার্য। অন্যথায় বিদ্যমান **কর্পোরেট ট্যাক্সের উচ্চহারের ফলশ্রুতিতে এফডিআই আকর্ষণ, টেকসই উন্নয়ন ও পরবর্তী ব্যবসা প্রসার বাধার সম্মুখীন হবে।**

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	মোবাইল ফোন অপারেটর সংস্থা: ৪৫.০%		এছাড়াও অন্যান্য দেশের উদাহরণ অনুসরণ করে কমপক্ষে পরবর্তী ৩ থেকে ৪ বছরের জন্য কর্পোরেট কর হার অপরিবর্তিত রাখা উচিৎ। এটি কর্পোরেট হাউসের কার্যকর ট্যাক্স পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করবে।
০৪	**প্রত্যক্ষ উপকরণ সরবরাহকারী-এর উপর উৎসে কর কর্তন বিলুপ্তিকরণঃ (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২)**		
	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (১) এর প্রোভিশন (খ)-প্রত্যক্ষ উপকরণ সরবরাহকারী-এর উপর উৎসে কর কর্তন বিলুপ্তিকরণঃ বর্তমানে প্রত্যক্ষ উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহের আওতায় উৎসে কর কর্তন করা হচ্ছে।	আমরা ধারা ৫২ (১) এর প্রোভিশন (খ) পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ উপকরণগুলির উপর উৎসে কর কর্তন প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিচ্ছি। আমরা আরো প্রস্তাব জানাচ্ছি যে, Specified Person এর সংজ্ঞায় Non-Resident Bank ব্যাঙ্ক কে যাতে শামিল করা হয়।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উপকরণ সরবরাহকারীর আসল মার্জিন বিবেচনা না করে প্রত্যক্ষ উপকরণ সরবরাহের উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান পুনরায় প্রতিস্থাপন করেছে। সাধারণত উপকরণ সরবরাহকারী নামমাত্র মার্জিনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ উপকরণ বিক্রি করে থাকে এবং তা থেকে উৎসে কর কর্তন করার কারণে প্রকৃত পক্ষে সরবরাহকারীর উৎসে কর নিয়মিত কর দায়েরের অপেক্ষা অনেক বেশি হয়। এছাড়াও, সরবরাহকারীর দ্বারা প্রদত্ত অতিরিক্ত উৎসে কর ন্যূনতম কর হিসাবেও বিবেচনা করার কারণে পরবর্তীতে তা ফেরত পাওয়ার কোনও সুযোগ থাকে না। এমতাবস্থায়, আমরা প্রত্যক্ষ উপকরণ সরবরাহকারী-এর উপর উৎসে কর কর্তন প্রত্যাহারের অনুরোধ করছি এবং Specified Person এর সংজ্ঞায় Non- Resident Bank ব্যাঙ্ক কে শামিল করার প্রস্তাব করছি যাতে করে উৎসে কর্তন জনিত জটিলতা দুরীভিত হয়।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	ধারা ৫২, বিধি ১৬ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন থেকে অব্যাহতির ন্যূনতম সীমা পুনঃপ্রবর্তন		
	ধারা ৫২, বিধি ১৬ অনুযায়ী যে কোনও পরিমাণ সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্যের উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য।	আমরা তাই, অনুরোধ করছি, যাতে: ***২৫০,০০০*** টাকা পর্যন্ত সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন থেকে অব্যাহতি পুনঃপ্রবর্তন করা হয়;	আইনের বর্তমান বিধানের কারণে ক্ষুদ্র সরবরাহকারী যে কোনো উপকরণ বা কৃষি পণ্য সরাসরি সরবরাহ করছেন, তাদের জন্য যে কোনও পরিমাণ সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্যের উৎসে কর কর্তন একটি বড় বোঝা। বাস্তবে অনেক ক্ষুদ্র সরবরাহকারী আছে যাদের একক কর মেয়াদে/বছরে আয় ২৫০,০০০ টাকার বেশি নয়। এটি শিল্পের জন্য অতিরিক্ত করের বোঝা সৃষ্টি করে এবং আবশ্যক প্রয়োজনীয় পণ্যমূল্য বাড়ায়।
০৬	**রয়্যালটি/প্রযুক্তিগত পরিষেবা ব্যয়ের অনুমোদিত সীমা (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ধারা ৩০ (এইচ)**		
	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এইচ) অনুসারে নিম্নলিখিত বিধি: রয়্যালটি, কারিগরি সেবা ফি, কারিগরি জ্ঞানের ফি বা কারিগরি সহায়তা ফি বা অনুরূপ প্রকৃতির কোন ব্যয়ের অনুমোদিত সীমা আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট মুনাফার ১০% (ব্যবসা	আমরা তাই, উক্ত আলোচ্য বিধান সংশোধন করার দৃঢ় অনুরোধ করছি, যাতে: □ রয়্যালটি, কারিগরি সেবা ফি, কারিগরি জ্ঞানের ফি বা কারিগরি সহায়তা ফি বা অনুরূপ প্রকৃতির ব্যয়সমূহ প্রকৃত ব্যবসায়িক ব্যয় বিবেচনায় সম্পূর্ণভাবে	বিদ্যমান খরচের অনুমোদিত সীমা নির্ধারণ ট্রান্সফার প্রাইস ("টিপি") আইনবিরুদ্ধ । যে সকল দেশে আইন বিদ্যমান রয়েছে, সে সকল দেশে এই ধরণের কোনো অনুমোদিত খরচের সীমাবদ্ধতা নেই। □ বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং বাংলাদেশের শিল্পের বিকাশে পেটেন্ট

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	শুরু করার প্রথম ৩ আয় বছরের জন্য) এবং ৮% (পরবর্তী আয় বছরের জন্য)।	অনুমোদিত ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হোক; অথবা □ অনুমোদিত সীমা আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত টার্নওভার এর ৬% করা হোক।	ব্যবহার, প্রযুক্তিগত সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকৃত ব্যবসায়িক ব্যয়। □ **এটি বৈদেশিক বিনিময় আইন** (FOREX) **এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের** (BIDA) **নির্দেশিকার পরিপন্থী, যেখানে ইতিমধ্যে মোট বিক্রয়ের ৬% অনুমোদিত।**
০৭	**অতিরিক্ত পারকুইজিট অনুমোদনে সীমাবদ্ধতা। [আইটিও ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(ই) এবং ২(৪৫)]**		
	ক) আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (ই) অনুযায়ী অতিরিক্ত পারকুইজিট ব্যয়ে অনুমোদনে গ্রহণযোগ্য সীমা পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। খ) আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২(৪৫) এর সংশোধনের মাধ্যমে ছুটি অবসায়ন ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা এবং যাতায়াত ভাতা অতিরিক্ত পারকুইজিটের সংজ্ঞায় অর্ন্তভুক্ত রয়েছে।	আমরা তাই, প্রয়োজনীয় সংশোধন **পরিমার্জনের** অনুরোধ করছি, যাতে: □ পারকুইজিট এর সংজ্ঞা **থেকে** নিয়োগ চুক্তি অনুসারে কর্মীদের প্রদত্ত সুবিধাদি বাদ দেওয়া; অথবা □ অতিরিক্ত পারকুইজিট এর ক্ষেত্রে অনুমোদিত ব্যয়ের সীমা ৭,৫০,০০০ টাকায় উন্নীত করা; এবং □ ছুটি অবসায়ন ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা, এবং যাতায়াত ভাতা ব্যতিরেকে অতিরিক্ত পারকুইজিটের সংজ্ঞা প্রণয়ন করা।	ছুটি অবসায়ন ভাতা, ঘর ভাড়া ভাতা, পরিবহন ভাতা ইত্যাদি নিয়োগচুক্তির অধীনে প্রাপ্ত সুবিধা। নিয়োগচুক্তির অধীনে প্রাপ্ত সুবিধা পারকুইজিট হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। নিয়োগকর্তা দ্বারা কর্মচারীকে প্রদত্ত পারকুইজিট কর্মচারীর ব্যক্তিগত আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ব্যক্তি কর্মচারীর হাতে কর দায় হিসাবে বিবেচিত হয়। কর্মচারীকে প্রদত্ত ভাতা কোম্পানীর অনুমোদিত খরচ হিসাবে বিবেচনা না করায় কোম্পানির কর বৃদ্ধি পায়, যাহা বর্তমান প্রচলিত কর নীতির বিরোধী। কারণ এইসব ভাতা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বৈধ খরচ এবং এই খরচ সম্পূর্ণ অনুমোদনযোগ্য। তাই নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী উভয়ের হাতে একই খরচের উপর দুইবার (র্কমচারীর উপর ৩০% + নিয়োগর্কতা সংস্থার উপর ৩৫%) করারোপ করা উচিত নয়।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
			প্রতিবেশি দেশসমূহে এ জাতীয় দ্বৈত করারোপের বিধান নেই।
০৮	**অর্থ আইনের মাধ্যমে আয়কর আইনের যে কোনো ধরণের পরিবর্তন রেট্রোস্পেক্টিভ (Retrospective) প্রয়োগ পরিহার**		
	অর্থ আইনের মাধ্যমে যেকোনো পরিবর্তনের প্রয়োগের তারিখ সুনিদিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ঃ ১) কর্পোরেট কর হার সম্পর্কিত যে কোনো পরিবর্তন: রেট্রোস্পেক্টিভলি (retrospectively) পূর্ববর্তী বছরের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর করা হয় । ২) কর্পোরেট কর হার ব্যতীত অন্য কোনো পরিবর্তন: প্রস্পেক্টিভলি (prospectively) চলতি বছরের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর করা হয় । যাই হোক না কেন, মাঠ পর্যায়ে সর্বদা ধারণা আছে যে, এইরূপ যেকোনো পরিবর্তন রেট্রোস্পেক্টিভলী (retrospectively) পূর্ববর্তী বছরের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হবে।	আমাদের জোরালো দাবি হলোঃ অর্থ আইনের মাধ্যমে আয়কর আইনের যেকোনো ধরণের পরিবর্তন সর্বদা প্রস্পেক্টিভলি (prospectively) চলতি বছরের ১লা জুলাই থেকে প্রয়োগ করা হোক।	কোম্পানির আর্থিক বিবরণী চূড়ান্ত হওয়ার পরে, এজিএম (AGM) এর মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনক্রমে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। অতএব, এরূপ যেকোনো পরিবর্তন যদি রেট্রোস্পেক্টিভলি (retrospectively) পূর্ববর্তী বছরের ১লা জুলাই থেকে প্রয়োগ করা হয়, যা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বিকৃত করে, তা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ ছাড়াও অর্থ আইনের মাধ্যমে যে সকল পরিবর্তন প্রস্পেক্টিভলী (prospectively) প্রয়োগ করা উচিৎ সেক্ষেত্রে পরিপত্রের মাধ্যমে পরিবর্তন প্রস্পেক্টিভলি (prospectively) প্রয়োগ করার ব্যাখ্যা দেয়া হোক। প্রস্তাবিত পরিবর্তন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য যুক্তিযুক্ত হবে এবং কর ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনায় শৃঙ্খলা আনবে। করদাতার করের হার এবং অন্যান্য পরিবর্তনগুলি কার্যকরের সময় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকতে হবে যা সামগ্রিক কর পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলে।

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিদ্যমান পরিস্থিতি</th><th>প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ</th><th>যুক্তিখণ্ডন</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>প্রতিবছর আয়কর আইনের পরর্বিতন রট্রোসপক্টেভি প্রয়োগ করা নজিরবিহীন এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে এ জাতীয় অযোক্তিক আইনের প্রয়োগের কোন নজির নাই ।</td></tr>
<tr><td>০৯</td><td colspan="3">অনাবাসীদের আয় থেকে উৎসে র্কতন (ধারা ৫৬ আইটিও ১৯৮৪)</td></tr>
<tr><td></td><td>ধারা ৫৬(১) অনাবাসী আয়-এর উপর উৎসে কর কর্তন হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২০% - যেমনঃ
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>হার</th></tr>
<tr><td>পরামর্শ বা কন্সালটেন্সি সেবা</td><td>২০%</td></tr>
<tr><td>পেশাগত সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা প্রযুক্তিগত সহায়তা</td><td>২০%</td></tr>
<tr><td>স্থাপত্য, অভ্যন্তর নকশা, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রক্রিয়া নকশা</td><td>২০%</td></tr>
</table></td><td>আমরা তাই নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করি:

১) উল্লিখিত সেবাসমূহের ক্ষেত্রে অনাবাসী আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন সর্বোচ্চ ১০% নির্ধারণ করা;</td><td>বর্তমানে অনাবাসিকদের আয়ের কাছ থেকে উৎসে কর কর্তন হার অত্যধিক যা অনাবাসী দেশগুলির প্রান্তিক করের হারের তুলনায় অত্যধিক বেশি (উদাঃ এশিয়ান দেশগুলির গড় করের হার - ২১% এবং বিশ্ব গড়- ২৪%। সূত্র: (ওইসিডি,২০২০)

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বর্তমানে উৎসে কর কর্তন হার ২০% যার মানে এক্ষেত্রে অনিবাসী কোম্পানির মুনাফা অত্যধিক বেশি অনুমান করা হয়, যা অত্যন্ত অবাস্তব।

তদনুসারে, বর্তমানে অনাবাসিক সংস্থা তাদের পরিষেবা ফি বৃদ্ধি করছে যা বাংলাদেশের ব্যবসায়ের ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

বিশ্বব্যাপী নিম্ন কর্পোরেট করের হার এবং অনিবাসী কোম্পানির গড় মুনাফার প্রবণতা বিবেচনা করে; আমরা উৎসে কর কর্তন এর হার সর্বোচ্চ ১০% রাখার আহ্বান জানাই যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত।</td></tr>
</table>

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	ব্যবস্থাপনা সেবাঃ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সহ ২০% **রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা অস্পর্শনীয় সম্পদ সম্পর্কিত পেমেন্ট** ২০% **বিজ্ঞাপন সম্প্রচার** ২০% **বিজ্ঞাপন তৈরী বা ডিজিটাল মার্কেটিং** ১৫%		
১০	**আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০বি প্রত্যাহারকরণ**		
	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০বি-এর অধীনে, "ধারা ৮২সি-তে যাই বলা হোক না কেন, ব্যবসা বা পেশা খাতে লাভ বা লোকসান যাই নিরূপণ করা হোক না কেন, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ বি অনুযায়ী অগ্রাহ্যকৃত খরচ পৃথকভাবে ব্যবসা বা পেশা খাতের আয় হিসাবে	আমাদের জোরালো দাবী হলো: **ধারা ৩০ বি প্রত্যাহার করা হোক।**	কোম্পানী আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০ ধারা বিবেচনা করে ধারা ২৮ এর অধীনে ব্যবসায়িক আয় গণনা করা হয়। ধারা ৩০ অনুযায়ী যে কোনো ধরণের অগ্রাহ্যকৃত খরচ বিবেচনা করে ব্যবসায়িক আয় পরিগণনা করা হয়, এবং তদানুসারে কর দায় নির্ধারণ করা হয়। ধারা ৩০ অনুযায়ী এই ধরণের অগ্রাহ্যকৃত খরচের উপর পৃথকভাবে পরিশোধিত কর করদাতার জন্য অতিরিক্ত কর দায় সৃষ্টি করে, যা ন্যায্যতার লঙ্ঘন এবং যুক্তিযুক্ত নয়। এটি

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	বিবেচনাপূর্বক নিয়মিত হারে কর আরোপ করা হয় ।		বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, ব্যবসায়ের লোকসান হওয়া সত্ত্বেও ধারা ৮২সি অনুযায়ী করদাতাকে ন্যূনতম কর দিতে হয়। তদুপরি, সুনির্দিষ্ট ধারায় কর র্কতন/আদায় ও ন্যূনতম কর হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যাহা কোম্পানী ক্যারি ফরোয়ার্ড (carry forward) এবং ফেরত দাবী করতে পারে না।
১১	**আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৮২ এর অধীনে ন্যূনতম কর আরোপ।**		
	প্রকৃত লাভ বা ক্ষতি উপেক্ষা করে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৮২ সি অনুসারে একজন করদাতার ন্যূনতম কর দায় প্রদেয় হয় মোট প্রাপ্তির উপর ০.৬০% থেকে ২.০০% হারে অথবা ধারা ৮২ সি (২ (খ))-এর অধীনে সংগৃহীত / উৎসে কর কর্তন এর ভিত্তিতে ।	আমরা তাই, অনুরোধ করছি, যাতে: ন্যূনতম করের বিধানটি বাতিল এবং যৌক্তিকতা নিশ্চিত করার জন্য প্রকৃত আয়ের উপর কর আরোপ করা হয়।	ন্যূনতম কর আরোপ আয়কর আইনের চেতনার পরিপন্থী, কারণ আয়কর আয়ের উপর প্রদেয় হয়, মোট প্রাপ্তির উপরে নয়। ব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়া স্বত্বেও ন্যূনতম কর প্রদান করা হলে তা ইক্যুইটি বা মূলধন থেকে প্রদানের নামান্তর, যা ব্যবসায়ের আর্থিক বা মূলধন ব্যবস্থাপনাকে দুর্বল করে।
১২	**ধারা ৫২(ডি) স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড, শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিলের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে অর্জিত সুদ এর উপর উৎসে কর কর্তন এবং টিআইএন (TIN) এর প্রয়োজনীয়তা:**		
	বর্তমানে স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড, শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিলের সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে অর্জিত সুদ আয়ের উপর ১০% উৎসে	আমরা তাই, অনুরোধ করছি, যাতে: উক্ত তহবিল দ্বারা ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের সুদ থেকে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রত্যাহার করা হয় এবং স্বীকৃত ফান্ডসমূহ	আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিলের প্রথম অংশ প্যারা -৪ (১) ও (২) অনুসারে উদ্‌ধৃত তহবিলের সম্পূর্ণ আয় ইতিমধ্যে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হওয়ায় তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে অর্জিত

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	কর কর্তনের বিধান রয়েছে। স্বীকৃত ফান্ডসমূহ এর নিকট থেকে **টিআইএন** (TIN) চাওয়া হয়।	এর নিকট থেকে **টিআইএন** (TIN) এর প্রযোজ্যতা নেই এই মর্মে একটি নির্দেশনা জারি করা হয় ।	সুদ আয়ের উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান সম্পূর্ণরূপে বেআইনী।
১৩	**ধারা ৫২(ডি ডি) শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিলের সুবিধাভোগীকে অর্থ প্রদানের সময় উৎসে কর কর্তনকে -চূড়ান্ত কর -বিবেচনা করা :**		
	ধারা ৫২ ডিডি অনুসারে, শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিলের যেকোনো সুবিধাভোগীকে অর্থ প্রদানের সময় ৫% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।	আমরা শ্রমিকদের অংশগ্রহণের তহবিলের কোনও সুবিধাভোগীকে অর্থ প্রদানের সময় কর্তনকৃত উৎসে করকে ন্যূনতম কর-চূড়ান্ত কর হিসাবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি।	বর্তমানে, শ্রমিকদের অংশগ্রহণেরর তহবিলের সুবিধাভোগীদের অর্থ প্রদান থেকে প্রাপ্ত উৎসে করকে ন্যূনতম কর-চূড়ান্ত কর হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, সুতরাং এই জাতীয় আয়ের উপর অতিরিক্ত কর শ্রমিক অংশগ্রহণমূলক তহবিলের সুবিধাভোগী সদস্যের নিট আয়ের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। অতএব, আমরা শ্রমিকদের অংশগ্রহণের তহবিলের কোনও সুবিধাভোগীকে অর্থ প্রদানের সময় কর্তনকৃত উল্লিখিত উৎসে করকে ধারা ৮২সি(২)(ডি) আওতায় ন্যূনতম কর-চূড়ান্ত কর নিষ্পত্তি তালিকার অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি, যাতে প্রাপ্ত আয়ের উপর অতিরিক্ত কর প্রয়োগ না হয়।
১৪			
১৫	***ধারা ৫২ (এএ) উৎসে কর কর্তন হার সরলীকরণ:***		
	ধারা ৫২ (এএ) অনুসারে মূল্য পরিশোধের ভিত্তির উপর নির্ভর করে	আমাদের প্রস্তাব হল, উৎসে কর কর্তনের জন্য দুই ধরণের কর হার না রেখে ভিত্তি মূল্য নির্বিশেষে একটি মাত্র কর হার	উৎসে কর কর্তন হার নির্ধারিত হয় ভিত্তি মূল্যের উপর। চুক্তি মূল্য, বিল বা চালান মূল্য এবং পরিশোধ - এই তিনটির মধ্যে যা সর্বোচ্চ, তাই

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	দুই ধরণের কর হার বিদ্যমান। যা নিম্নরূপঃ -২৫ লক্ষ টাকার নিচে একটি কর হার; -২৫ লক্ষ টাকার উপরে আর একটি কর হার;	আরোপ করা। এক্ষেত্রে বর্তমান ভিত্তি মূল্য ২৫ লাখ টাকার জন্য উৎসে কর কর্তনের যে হার রয়েছে তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার প্রস্তাব করছি।	হবে উৎসে কর হার নির্ধারণের ভিত্তি অংক। এক্ষেত্রে, চুক্তি মূল্য হবে সবসময় উৎসে কর হার নির্ধারণের ভিত্তি, কারণ তা বিল বা চালান মূল্যে এবং পরিশোধিত অর্থের চেয়ে বেশি হয়। সুতরাং উৎসে কর কর্তনের জন্য দুই ধরনের কর হার রাখা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। এবং তা মোট রাজস্ব আহরণ এর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
১৬	***ধারা ৫২ (ইউ) (১) এর উৎসে কর কর্তন*:**		
	ধারা ৫২(ইউ) (১) অনুসারে, বাণিজ্যিক বিক্রয় অথবা প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তরের পর পুনঃবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে যদি কোন পণ্য ক্রয় করা হয় এবং যদি উক্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্রেতাকে স্থানীয় এলসি বা অন্য যে কোনও অর্থায়নের ব্যবস্থার অধীনে ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করে তাহলে উক্ত ক্রয় বাবদ ক্রেতার পক্ষে বর্ণিত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিক্রেতাকে যে অর্থ পরিশোধ করবে তার উপর ৩% উৎসে কর কর্তনের বিধান রয়েছে। এছাড়াও, উপ-ধারা (৪) থেকে স্পষ্ট নয়, উক্ত ক্রয়ের অধীনে কোন ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করার সময় যদি	আমাদের প্রস্তাব, অন্যান্য অর্থায়ন ব্যবস্থার অধীনে ক্রেডিট সুবিধা প্রদান থেকে উৎসে কর কর্তনের প্রত্যাহার করা এবং এই কর হারকে ১% এ হ্রাস করা। এবং উপধারা (৪) নিম্নলিখিত হিসাবে সংশোধন করুন: তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্রয়ের অধীনে কোন ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করার সময় যদি ধারা ৫২(ইউ) (১) অনুসারে কোন উৎসে কর কর্তন করা হয় সেক্ষেত্রে পুনরায় ধারা ৫২ অনুসারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না এবং তদ্বিপরীত ৫২ ধারা অনুসারে কোনো উৎসে কর কর্তন করা হয় সেক্ষেত্রে পুনরায় ধারা ৫২(ইউ) (১) অনুসারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।	সাধারণত অন্যান্য অর্থায়ন ব্যবস্থার অধীনে ক্রেডিট সুবিধা প্রদান থেকে উৎসে কর কর্তন খুব অস্বাভাবিক এবং এই জাতীয় ব্যবস্থার উপর ৩% উৎসে কর কর্তন ব্যবসায় অংশীদারদের জন্য অত্যন্ত শাস্তিযোগ্য। উপধারা (৪) এর সাথে সম্পর্কিত, ধারা ৫২(ইউ)(১) প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুনরায় ধারা ৫২(১(বি) প্রয়োগে একটি অস্পষ্টতা রয়েছে। অতএব, আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তাবটি বিবেচনা করার তাগিদ দিচ্ছি যা ব্যবসায়ের অংশীদারদের পক্ষে উপযুক্ত হবে।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	ধারা ৫২(ইউ) (১) অনুসারে কোন উৎসে কর কর্তন করা হয় সেক্ষেত্রে পুনরায় ধারা ৫২(১(বি) অনুসারে উৎসে কর কর্তনের পুনরায় প্রয়োগ করা হবে কিনা এবং তদ্বিপরীত. সাবসেকশন (৪) নিম্নরূপ: এই বিভাগের কোনও কিছুই ধারা ৫২ এর প্রয়োগযোগ্যতা সীমাবদ্ধ করবে না।		
১৭	**আপিলের পূর্বে অগ্রীম জমা প্রদান (আইটিও ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৮ এবং ১৬০)**		
	বর্তমানে, সংক্ষুদ্ধ করদাতাকে ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার পূর্বে কর দায়ের ১০% এবং উচ্চ আদালতে যাওয়ার হওয়ার পূর্বে ১৫%/২৫% অর্থ জমা দিতে হয়।	আমরা ট্রাইব্যুনাল পর্যায়ে ৫% এবং হাইকোর্ট পর্যায়ে ১০% অগ্রীম অর্থ জমার প্রস্তাব করছি।	**বর্তমান এইবিধান করদাতাদের জন্য বোঝা এবং কখনও কখনও রাজস্ব কর্মকর্তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণে সাহায্য করে।**
১৮	**আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর তৃতীয় তসিলের অধীনে অবচয় ভাতা**		
	ক) র্ববর্তমানে মোটর গাড়িতে অবচয় মূল্যের সর্বোচ্চ সীমা ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুমোদিত; খ) অফিস সরঞ্জামগুলির বর্তমান অবচয় মূল্য হার ১০%। (গ) intangible asset এর ক্ষেত্রে অবচয় ভাতার কোন বিধান নাই	আমরা নিম্নলিখিত প্রস্তাব করছি: ক) প্রযোজ্য অবচয় মূল্যের র্সবোচ্চ সিলিং ৪০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা; এবং খ) অফিস সরঞ্জামগুলির বর্তমান অবচয় মূল্য ১০% উন্নীত করতে হবে। গ) intangible asset এর ক্ষেত্রে অবচয় ভাতার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।	মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যানের কারণে মোটর গাড়িগুলির দাম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। এমনকি একটি মাঝারি মানের টয়োটা গাড়িও ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে কেনা যায় না। সম্পত্তির প্রকৃতি বিবেচনা করে অবচয় মূল্য হারটি পুনর্বিবেচনা করা উচিৎ।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
১৯	**অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে কিংবা বিনোদন বাবদ বিদেশে ভ্রমণের খরচের ক্ষেত্রে ভাতা**		
	অধ্যাদেশের ধারা ৩০ (এফ) (ওও) এর সূত্রে অবকাশ যাপন কিংবা বিনোদনের উদ্দেশ্য কর্মচারী এবং তার নির্ভরশীলগণের বিদেশে ভ্রমণের ব্যয় সমূহের জন্য ভাতা অনুমোদনের পরিমাণ হবে, তার তিন মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থের অধিক অথবা প্রকৃত খরচের ৩/৪ ভাগ, উভয়ের মধ্যে যেটি কম তা, তবে প্রতি দুই বছরে একবারের অধিক এইরূপ ভাতা অনুমোদনযোগ্য হবে না।	আমরা তাই সুপারিশ করছি যে, □ এই বিশেষ বিধান " প্রতি দুই বছরে একবারের অধিক গ্রহণযোগ্য হবে না"-প্রত্যাহার করতে হবে।	এই বিধানটি পর্যালোচনা করা দরকার, যেহেতু কোনও কর্মচারী এবং তার নির্ভরশীলদের ছুটি এবং বিনোদনের জন্য বিদেশ ভ্রমণে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভাতা প্রদান নিয়োগের শর্তাবলী অনুসারে প্রদান করা হয়। এখন এটি কর্মচারীদের পরিবারের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে। এই ধরনের ব্যয়ের অনুমোদিত সীমাবদ্ধতার কারণে, নিয়োগকর্তা এই ধরণের ভাতা প্রদান করতে নিরুৎসাহিত হবেন।
২০	**অধীনে সিএসআর কার্যক্রমের জন্য অগ্রহণযোগ্য ব্যয় (এসআরও নং ১৮৬/আইন/আয়কর/২০১৪, তারিখ ০১/০৭/১৪)**		
	উল্লিখিত এসআরও অনুসারে, সিএসআর ব্যয়ের জন্য ব্যয় করা পরিমাণের নিম্নলিখিত শর্ত রয়েছে: ১) সিএসআর- এর জন্য ব্যয় করা সমস্ত পরিমাণ অর্থ অগ্রহণযোগ্য ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হয়;	আমরা তাই সুপারিশ করছি যে, ১) সমস্ত সিএসআর কার্যক্রমকে বিয়োজন যোগ্য ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা; ২) কোম্পানীসমূহকে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থা ব্যতীত তাদের নিজস্ব	বিদ্যমান বিধানের সারাংশটি নিম্নরূপ: ১) সিএসআর ব্যয়ের জন্য কোম্পানীসমূহকে অতিরিক্ত কর পরিশোধ করতে হয়, যদিও এটি সাধারণ কর হারের তুলনায় কিছুটা কম হতে পারে;

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	২) এই জাতীয় অগ্রহণযোগ্য ব্যয়ের উপর কর প্রদান করতে হয়, তবে এই জাতীয় সিএসআর ব্যয়ের ১০% এর সমপরিমাণ বিধানে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে ছাড় হিসাবে অনুমোদিত হবে; ৩) এই জাতীয় সমস্ত সিএসআর ব্যয় শুধুমাত্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থায় করতে হয়।	পছন্দ মতো এই জাতীয় সিএসআর কার্যক্রম করার অনুমতি দেওয়া।	২) এই জাতীয় সিএসআর ব্যয় তাদের নিজস্ব পছন্দমতো করতে পারে না, কারণ এই জাতীয় সিএসআর ব্যয় শুধুমাত্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থায় করতে হয়; উপরের শর্তগুলি সিএসআর ব্যয় নিরুৎসাহিত করে। যদি সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রগুলিতে সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করার অনুমতি পায় এবং এই ধরণের ব্যয়কে কর ছাড়ের আওতায় আনা হয়, তা দেশের সামাজিক সূচক বিকাশে সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে নিখুঁত অংশীদারিত্ব তৈরি করবে।
২১	**স্টক ডিভিডেন্টের উপর কর প্রদান (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর নতুন ধারা-১৬F)**		
	এই অধ্যাদেশ বা আপাতত বলবতযোগ্য অন্য কোনও আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন যেখানে কোম্পানী আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত কোম্পানী এবং পুঁজি বাজারে নিবন্ধিত কোম্পানী যদি স্টক লভ্যাংশ প্রদানের পরিমাণ নগদ লভ্যাংশ থেকে বেশি ঘোষণা করে তাহলে যে পরিমাণ স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় তার উপর ১০% হারে কর আরোপ করা হবে।	**আমরা তাই, অনুরোধ করছি, যাতে:** **ধারা-১৬F বাতিল করা হয়।**	**এটি লভ্যাংশ নীতি বা কোম্পানির সম্প্রসারণ নীতিবিরোধী।** **কোম্পানী আইন অনুযায়ী কোন কোম্পানী পুঞ্জিভূত মুনাফা ছাড়া লভ্যাংশ** দিতে পারে না **এবং উক্ত মুনাফা আয়কর প্রদানের পর অর্জিত হয়।** **আবার স্টক লভ্যাংশের উপর কর প্রদান যুক্তিসংগত এবং ন্যায়সঙ্গত নয়, কারণ একই অর্থের উপর দুবার কর প্রদান করা হয়।**

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
২২	**পুঞ্জিভূত মুনাফা বা যে কোনও রিজার্ভ এর উপর কর প্রদান। (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর নতুন ধারা- ১৬G)**		
	এই অধ্যাদেশ বা আপাতত বলবতযোগ্য অন্য কোনও আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন যেখানে কোম্পানী আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত কোম্পানী এবং পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত কোম্পানী পুঞ্জিভূত মুনাফা বা যে কোনও রিজার্ভ বা উদ্‌বৃত্ত নিট মুনাফার ৭০% এর বেশী পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরিত করে, সেক্ষেত্রে মোট পরিমাণের উপর ১০% হারে কর দিতে হবে।	**আমরা তাই, অনুরোধ করছি, যাতে:** **ধারা-১৬G বাতিল করা হয়।**	**এই বিধানটি প্রত্যাহার করা উচিৎ, কারণ একই মুনাফার উপর একাধিকবার কর প্রদান করা হয়।**
২৩	**কর অবকাশ সুবিধা ধারা ৪৬ BB**		
	কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির তালিকা হতে নিম্নলিখিত শিল্প সমূহ বহির্ভূত রয়েছেঃ **১) খাদ্য উৎপাদন শিল্প** **২) রেফ্রিজারেটর উৎপাদন শিল্প**	আমরা তাই, অনুরোধ করছি, যাতে: খাদ্য উৎপাদন শিল্প এবং রেফ্রিজারেটর উৎপাদন শিল্পকে কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির তালিকাভুক্ত করা হয়।	খাদ্য মানুষের মলিক চাহিদা, এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে, বাংলাদেশের ভোক্তাদের ভেজালমুক্ত খাদ্য এবং পুষ্টিচাহিদা মাথায় রেখে কর অবকাশ সুবিধার ফলে মানসম্মত খাদ্যপণ্যের উৎপাদন নিশ্চিত হবে এবং এই খাতে শিল্প বিল্পব সম্ভব। ফ্রিজ এখন আর বিলাসবহুল পণ্য নয় বরং এটি শহুরে বা গ্রামীণ জীবন নির্বিশেষে প্রয়োজনীয় পণ্য হয়ে উঠেছে।
২৪	**হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স আপিলের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ না থাকলে প্রদেয় কর আদায়ের বিধান (আইটিও ১৯৮৪ এর ধারা ১৬১ (৪))**		

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	আয়কর অধ্যাদেশ ১৬০ ধারার অধীনে হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স আপিলের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ না থাকলে প্রদেয় কর আদায়ের বিধান রয়েছে।	আমরা আয়কর আধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১৬১ ধারার এই উপধারা ৪ বাতিল করার প্রস্তাব করছি, যেহেতু উচ্চ আদালত বিভাগে রেফারেন্স আবেদনের পূর্বে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অগ্রীম জমা দেওয়া হয় [ধারা ১৬১(১)]।	হাইকোর্ট বিভাগে কোনও রেফারেন্স আবেদন করার সময়, বর্তমানে বিতর্কিত করের সর্বোচ্চ ২৫% এর সমপরিমাণ ১৬০(১) এর অধীনে জমা দিতে হয়। সসুতরাং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক থগিত না হলে বিতর্কিত ট্যাক্স আদায়ের বিধানটি অযৌক্তিক।
২৫	**দ্বৈত কর পরিহার চুক্তির আওতায় ট্যাক্স রেসিডেন্স সার্টিফিকেট (টিআরসি)**		
	দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি অনুসারে ট্যাক্স রেসিডেন্স সার্টিফিকেট ইস্যুর বিধান রয়েছে। আবাসিক স্ট্যাটাস প্রমাণের জন্য, অন্যান্য দেশের কর কর্তৃপক্ষ করদাতাকে ট্যাক্স রেসিডেন্স সার্টিফিকেট ("টিআরসি") জারি করে তবে আমাদের আয়কর অধ্যাদেশে টিআরসি- ইস্যুর সুনির্দিষ্ট কোনও ফর্ম নেই।	আমরা তাই আয়কর বিধিতে টিআরসি-র একটি সুনির্দিষ্ট ফর্ম প্রবর্তনের সুপারিশ করি, যাতে কর কর্তৃপক্ষ আবাসিক করদাতাকে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি অনুসারে ট্যাক্স রেসিডেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারে।	আয়কর বিধিমালায় ট্যাক্স রেসিডেন্স সার্টিফিকেটের একটি সুনির্দিষ্ট ফর্ম অন্তর্ভুক্ত করুন, যার জন্য বাংলাদেশী আবাসিক করদাতা দ্বৈত কর পরিহার চুক্তির অধীনে দ্বিগুণ কর এড়ানোর জন্য অন্যান্য অনাবাসী দেশগুলিতে এই জাতীয় প্রশংসাপত্র সরবরাহ করতে পারে।
২৬	**বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত নতুন অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) গাইডলাইন**		
	বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত নতুন অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) গাইডলাইন অনুসারে বাংলাদেশের বাইরে থেকে ওবিইউ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ-এর প্রদেয় সুদের উপর উৎসে কর র্কতনের অব্যাহতি	আমরা তাই, অনুরোধ করছি, বাংলাদেশের বাইরে থেকে ওবিইউ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদেয় সুদের উপর উৎসে কর র্কতনের অব্যাহতি প্রদান করে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা।	আন্তর্জাতিক চর্চার সাথে ভারসাম্য রেখে পূর্বে ওবিইউ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ-এর প্রদেয় সুদের উপর উৎসে কর র্কতননের অব্যাহতি ছিল, যা প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আর্কষণে সহায়ক ছিল। নতুন অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) গাইডলাইনে প্রদেয় সুদের উপর কর অব্যাহততির কোনো বিধান

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	সম্পর্কিত কোনও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। পূর্বে এই ধরণের সুদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর র্কতনের অব্যাহতি ছিল।		রাখা হয়নি, যার ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদেয় সুদের উপর উৎসে র্কতনের হার র্বতায় ২০% যা ঋণ গ্রহীতার ব্যবসায়িক ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। অত্যধিক মূলধন সংগ্রহ ব্যয় আমাদের দেশের রপ্তানী বাধার সম্মুখীন করবে।
২৭	**অনাদায়ী ঋণের প্রভিশন অননুমোদন ব্যবসায়িক খরচ (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৯)**		
	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনাদায়ী ঋণের প্রভভিশন ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে দাবি করতে পারে না।	আমরা তাই অনুরোধ করছি, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৯(১)(xviiiaa) এর কার্যকারিতা কর বছর ২০০৭-২০০৮ হতে পুর্নবহাল করা হোক; এবং অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণের প্রভিশনের ভিত্তি নির্ণয়ের সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিকনির্দেশনার ভিত্তিতে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণের প্রভিশন নির্ধারণ করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৯(১)(xviiiaa) অনুযায়ী কর বছর ২০০৬-২০০৭ পর্যন্ত উক্ত খরচ অনুমোদিত খরচ হিসাবে বিবেচিত ছিলো, যা কর বছর ২০০৭-২০০৮ হতে বাতিল করা হয়, যেখানে ভারত এবং পকিস্তানের মত প্রতিবেশি দেশে এই জাতীয় ব্যয় আয়কর আইনে অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে বিবেচিত। ব্যাংকিং ব্যাবসার ক্ষেত্রে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণের প্রভিসন আনুষঙ্গিক ব্যবসায়িক ব্যয়, যার ফলে আমরা সুপারিশ করছি যে ক্লাসিফাইড ঋণ ও আমানতের উপর নির্দিষ্ট হারে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণের প্রভিসন নির্ধারণ পূর্বক অনুমোদিত খরচ

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
			হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা অধিকতর যুক্তিসংগত।
২৮	**আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (জি) অনুসারে প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়**		
	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (জি) অনুসারে প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়কে বিধিবদ্ধ মুনাফার ১০% এর নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১০% এর এই উপরের ক্যাপের বেশি যে কোনও পরিমাণ করের লাভের গণনার জন্য আবার যুক্ত করা হয়।	আমরা তাই, অনুরোধ করছি, আয়কর অধ্যাদেশে হেড অফিস ব্যয়ের অনুমোদিত সীমা ১০% বাতিল করে সম্পূর্ণ খরচকে অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা।	বাংলাদেশের বাইরে চলমান ব্যবসা পরিচালিত কোম্পানীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় বৈধ ব্যয়। বিদেশী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পরিচালনা তদারকি ব্যয়, তথ্য প্রযুক্তি সহায়তা ব্যয়, আর্থিক অপরাধের বাধ্যবাধকতা মোকাবেলায় বাংলাদেশ শাখায় সহায়তা এবং অন্যান্য বাজার ব্যয় যেমন স্থানীয় বাজারে আরও ভাল পরিবেশনের জন্য বাংলাদেশ শাখাকে সুবিধা ও বর্ধিত করে তার জন্য বেশ কয়েকটি ব্যয় বহন করে। আর্ট গ্লোবাল সিস্টেম সমর্থন, অগ্রিম প্রযুক্তি, এবং রাজস্ব অর্জনের জন্য বিদেশী সংস্থাগুলি দ্বারা প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় বহনের যৌক্তিকতা গভীরতর ব্যাংকিং জ্ঞান, সেরা পণ্য প্রস্তাব। এ জাতীয় গোষ্ঠী সমর্থনটি অপারেশনাল দক্ষতা, গ্রুপ নেতৃত্বাধীন সমন্বয়গুলিতে অংশগ্রহণ, কেন্দ্রীভূত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সম্পর্কিত কৌশল, আরও ভাল গ্রাহকের পণ্য সরবরাহ, বিশেষত তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত অগ্রগামী অর্থনীতির সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ভাগ করে নেওয়া এবং ব্যবসায়িক বৃদ্ধি এবং লাভজনকতার দিকে পরিচালিত গ্রাহক সন্তুষ্টি

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
			নিশ্চিত করে। প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় একটি বিদেশী শাখার জন্য একচেটিয়া ব্যয় হিসাবে একমত হওয়া পদ্ধতির ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হয়।
২৯	**অফশোর এবং অনশোর ব্যাংকিং পরিষেবার ক্ষেত্রে করের হার**		
	বাংলাদেশে, অফশোর এবং অনশোর ব্যাংকিং পরিষেবার ক্ষেত্রে করের হার সমান যা ৪০%	আমরা তাই, অনুরোধ করছি, অন্যান্য এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (ওবিইউ) জন্য কর হার ০-২০% অগ্রাধিকার হারে নির্ধারণ করা আছে; এই একই ধরণের পদ্ধতি বাংলাদেশে গ্রহণ করা যেতে পারে|	ব্যাংকগুলির অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (ওবিইউ) বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে সরকারের নীতি সমর্থন করার জন্য একটি অফশোর পরিষেবা সরবরাহ করছে। ওবিইউ অপারেশনটি মূলত ইপিজেডের অভ্যন্তরে রফতানিকারীদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা আমাদের রফতানিকারীদের প্রতিযোগিতাও সহজ করে তোলে। অন্যান্য এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ওবিইউ পরিষেবার জন্য অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক ব্যাংকগুলিকে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক শর্তাদি সরবরাহ করতে উৎসাহিত করবে যা নিজেদের ইপিজেডগুলিতে প্রতিষ্ঠিত করবে (কেবলমাত্র টাইপ এ সংস্থাগুলি) এবং স্থানীয় রফতানিকারকদের উৎসাহিত করবে।
৩০	**আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২কিউ অনুযায়ী কোন বিদেশী ব্যক্তিকে প্রদত্ত কোন সেবার বিপরীতে উৎসে কর র্কতন**		

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২কিউ অনুযায়ী কোন বিদেশী ব্যক্তিকে প্রদত্ত কোন সেবার বপিরীতে (সার্ভিস চার্জ হিসাবে বা পরামর্শ ফি হিসাবে বা কমিশন হিসেবে বা যে নামেই ডাকা হোক না কেন) সেবার মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যাক্তি উৎসে কর কর্তনে বাধ্য থাকবে। পরবর্তীতে পরিপত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০% উল্লেখ করা হয়েছে।	আমরা তাই, অনুরোধ করছি, ধারা ৫২ এর ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট করা উচিত এবং বিভাগের শিরোনামের সাথে একত্রিত হওয়া উচিত। কারণ বিভ্রান্তি দেখা দেয় যে, পরিশোধের কারণে অনাবাসী থেকে প্রাপ্ত যে পরিমাণ অর্থ আয়ের অংশ হিসাবে গঠিত হয় না। অতএব অনাবাসী থেকে আবাসিক দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ দাবি থেকে কোনও কর কাটা উচিত নয়।	অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্সের উপর, ট্যাক্স ছাড়ের জন্য ২০১১ সালে অনুচ্ছেদ ৫২ কিউ প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং বিভাগটির শিরোনামটি হ'ল "কোনও বিদেশী ব্যক্তিকে সরবরাহিত পরিষেবার ক্ষেত্রে আয়ের জন্য অধিবাসীর কাছ থেকে ট্যাক্স ছাড়" তবে এর ব্যাখ্যায় পরীপত্র ২০১১-এ বর্ণিত ব্যাখ্যার পাশাপাশি বিভাগটি কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদেশী ব্যক্তির পক্ষে প্রদেয় পরিষেবার সাথে সম্পর্কিত যে কোনও পরিমাণ জমা দেওয়ার আগে ব্যক্তি ১০% কর কেটে নেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। আবাসিক ব্যক্তি কখনও কখনও তহবিল প্রাপ্ত হন যা তাদের আয় নয় (উদাঃ প্রতিদান)। এখন যদি কোনও পরিমাণে ১০% কর কেটে নেওয়া হয তবে কেবল আয়ের উপরও নয়, ব্যযের উপরও শুল্ক আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ৫২ কিউ ধারাটির ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট করা দরকার যাতে কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ রেমিটেন্সের আয়ের অংশের উপর ১০% কর ছাড় কাটা যেতে পারে।
৩১	**ধারা ১০৮এ অনুযায়ী কর্মচারীদের ট্যাক্স রিটার্ন জমাদানের তথ্য প্রেরণ থেকে অব্যাহতি প্রদান**		
	ধারা ১০৮এ অনুযায়ী কর্মচারীদের ট্যাক্স রিটার্ন জমাদানের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রেরণ করতে হয়।	আমরা ধারাটি প্রত্যাহারের জন্য জোরালোভাবে দাবী জানাচ্ছি।	এটি বাস্তবসম্মত নয়। বিশেষ করে যখন কোনো কর্মচারী কোম্পানি ত্যাগ করে উক্ত ব্যক্তির তথ্য সংরক্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
৩২	**উৎসে কর কর্তনের জমাদানের সময়সীমা বৃদ্ধি: বিধি ১৩ (বি, সি)**		
	বর্তমানে উৎসে কর কর্তনের জমা দানের সময়সীমা ১৫ দিন এবং জুন মাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল।	আমরা উৎসে কর কর্তনের জমাদানের সময়সীমা বৃদ্ধি এবং জুন মাসের ক্ষেত্রে ৩০ তারিখে জমা দানের নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছি।	বাস্তবিক ভাবে এটি অত্যন্ত জটিল এবং অর্থ আইনেও উৎসে কর কর্তনের হার ও পরিবর্তন হয়।
৩৩	**ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট কে আয়কর সনদ হিসেবে ঘোষণা করা**		
	ধারা ৫৩এফ অনুসারে ব্যাঙ্কিং ইন্টারেস্ট এর উপর কর কর্তন এবং কর্তন এর সার্টিফিকেট প্রদানের বিধান রয়েছে।	ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট কে আয়কর সনদ হিসেবে ঘোষণা করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।	ব্যাঙ্কিং কোম্পানি গুলোর গ্রাহক এর সংখ্যা এবং ট্রানসাকশান এর পরিমান বিবেচনাপূর্বক ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট কে আয়কর সনদ হিসেবে ঘোষণা করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি কারণ, এই বিধান না হলে বিপুল পরিমান গ্রাহককে সার্টিফিকেটেটি প্রণয়ন বাস্তবসম্মত নয়।
৩৪	**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি সমূহ**		
	ব্যাঙ্কিং কোম্পানি হিসেবে প্রতিটি ব্যাঙ্ককে বৈদেশিক লেনদেন এর উপর উৎসে করা কর্তন করতে হয়। এই সকল কর্তন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি সমূহের জন্যেও প্রযোজ্য হয়, কারণ আয়কর অধ্যাদেশ এ এই সকল কোম্পানি সমূহেকে	আয়কর আইন এ উক্ত কোম্পানি সমূহেকে অব্যাহতির বিষয়টি স্পষ্টীকরণের প্রস্তাব করছি	এই ধরণের কোম্পানি সমূহে হচ্ছে: • এম্বাসিস, হাই কমিশন ; • এই সি ডি ডি আর, বি • ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক • এই অফ সি • পার্টেন্স ইন পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট • এ ডি বা • জাইকা-বিডি

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	উৎসে কর্তন হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়নি।		• ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রেকনস্ট্রাশন ডেভেলপমেন্ট • ম্যাক্সওয়েল স্ট্যাম্প • ও এস জি আই জয়েন্ট ভেঞ্চার • সার্সো • ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রস
৩৫	**ফ্রেইট পাঠানোর ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনের বিধানাবলী স্পষ্টীকরণ**		
	ফ্রেইট পাঠানোর ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনের বিধানাবলী স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন	ফ্রেইট পাঠানোর ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনের বিধানাবলী বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সেকশন ৫৬ এর সিরিয়েল নম্বর ১৪ অনুসারে, এয়ার ও ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট এর সেবা প্রদানকারীদের অনিবাসী বিবেচনায় কোম্পানি সমুহকে বাংলদেশ হতে তাদের ভাড়া প্রেরণ এর ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন এর বিধান রয়েছে। উক্ত বিধান অনুসারে ধারা ১০২ ও ১০৩এ এর অন্তর্গত এয়ার ও ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট এর সেবা প্রদানকারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ এ যারা এই সেবা প্রদান করে, তাদের অধিকাংশ এ অনিবাসী কোম্পানি। এমতবস্থায়, এই ধারায় করা অন্তর্ভুক্ত হবে তার বিষয়ে স্পষ্টীকরণ আবশ্যক।

ব্যক্তির আয়কর সংক্রান্ত ইস্যু

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
০১	**ব্যক্তি শ্রেণির করের হার পুনর্গঠন করার জন্য প্রস্তাব করছি।**		

বিদ্যমান পরিস্থিতি:

অর্থ আইন ২০২০, তফসিল-২ এর প্রথম অংশ অনুযায়ী বিদ্যমান ব্যক্তি কর হার নিম্নরূপঃ

স্ল্যাব	***কর***
১ম ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	*০%*
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	*১০%*

প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ:

ব্যক্তি কর হার স্তরসমূহ আমরা নিম্নরূপ পূনঃনির্ধারন করার প্রস্তাব করছিঃ

স্ল্যাব	***কর***
১ম ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	*০%*
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	*১০%*
পরবর্তী ১০,০০,০০০	*১৫%*

যুক্তিখণ্ডন:

বর্তমানে ব্যক্তি করদাতাদের জন্য বিদ্যমান কর স্তরসমূহ যথেষ্ট লোককে কর প্রদানে আকৃষ্ট করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তদুপরি, জীবনযাত্রা ব্যয়, মুদ্রাস্ফীতি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা, বিশেষ করে করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে এ জাতীয় কর স্তরসমূহ নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্যও অবাস্তব। অতএব, আমরা আমাদের প্রস্তাবিত কর স্তরসমূহ বিবেচনা করার আহবান জানাচ্ছি। আরও বেশি লোককে করের আওতায় আনতে ও কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমাতে এবং নিম্ন আয়ের পরিবারকে কিছুটা স্বস্তি দিতে এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হবে।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর — *১৫%* *পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর* — *২০%* *অবশিষ্ট আয়ের উপরে* — *২৫%*	*টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর* *পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর* — *২০%* *অবশিষ্ট আয়ের উপরে* — *২৫%*	
০২	**অর্থ আইনের মাধ্যমে ব্যক্তি করদাতার জন্য পরিবর্তনসমূহের প্রসপেক্টিভ** (prospective) **প্রয়োগ**		
	অর্থ আইনের ভিত্তিতে ভিন্নরূপ কোন কিছু সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ না থাকায় যেকোনো পরিবর্তন **(restrospectively)** পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়ঃ **(restrospectively)** পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হয়।	আমরা তাই প্রস্তাব করি: অর্থ আইনের মাধ্যমে আয়কর আইনে ব্যক্তি করদাতার জন্য কোন পরিবর্তন করা হলে, তা যেন সর্বদা পরবর্তী অর্থ বছরের ১লা জুলাই হতে প্রসপেকটিভলি কার্যকর করা হয়।	যে কোন পরিবর্তনের রেস্ট্রোস্পেক্টিভ প্রয়োগ, যা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াই বিকৃত করে এবং তা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ ছাড়াও যে সকল পরিবর্তন প্রসপেকটিভলি প্রয়োগ করা উচিৎ কিন্তু পরিপত্রে রেট্রোসপেক্টিভলী প্রয়োগ করার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
			প্রস্তাবিত পরিবর্তন ব্যক্তি করদাতার জন্য সুবিধাজনক হবে এবং করদাতার কর পরিশোধের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে না। করদাতাকে করের হার এবং অন্যান্য পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যা সামগ্রিক আগাম কর পরিশোধে প্রভাব ফেলে। প্রতিবছর আয়কর আইনের পরিবর্তন রেট্রোসপেক্টিভ প্রয়োগ করা নজিরবিহীন এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে এ জাতীয় অযৌক্তিক আইনের কোনও অনুশীলন নেই।
০৩	**বিনিযোগের ভাতার উপর কর রেয়াত**		
	ফিনান্স অ্যাক্ট ২০১৯-এ ধারা ৪৪ **(২) (খ),** বাংলাদেশী নিবাসী বা অনিবাসী একজন করদাতা তার মোট আয়ের উপর ছকে বর্ণিত করের পরিমাণের ভিত্তিতে রেয়াত পাওয়ার অধিকারী হবেন। **মোট আয়** | **বিনিযোগের উপর ট্যাক্স ছাড়** মোট আয়ের পরিমাণ ১৫ | প্রাপ্য অর্থের ১৫%	*আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি যে বিনিযোগের ভাতার উপর কর রেয়াত বিদ্যমান হার থেকে বাড়িয়ে ২০% করা উচিত।*	বিনিয়োগ, শেয়ার বাজারের পাশাপাশি শিল্পায়নের প্রচারের ক্ষেত্রে এটি একটি বাতিঘর হিসাবে কাজ করতে পারে এবং তাই লোকজনকে অলস টাকা রাখার পরিবর্তে বেশি বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	লক্ষ টাকা পর্যন্ত / মোট আয়ের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকার অধিক হলে: প্রাপ্য অর্থের ১০%		
০৪	**বাড়ি ভাড়া ভাতার ক্ষেত্রে অব্যাহতির সীমা**		
	বর্তমানে নগদ বাড়ীভাড়া ভাতার ক্ষেত্রে প্রতি মাসে মূল বেতনের ৫০% অথবা মাসিক ২৫,০০০/- টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম তা নগদে প্রাপ্ত বাড়ি ভাড়া থেকে বাদ যাবে এবং অতিরিক্তটুকু ব্যক্তির আয়ের সাথে যুক্ত হবে ।	আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি যে বাড়ি ভাড়া ভাতা অব্যাহতি সীমা মূল বেতনের ৫০% অথবা প্রতি মাসে ৫০,০০০/- টাকা এ দুইয়ের মধ্যে যেইটি কম।	এই বিধি ৩০এ পর্যালোচনা করা দরকার, কারণ প্রতিকূল বাজার পরিস্থিতি, মূল্যস্ফীতি, কর্মচারীর ক্রমবর্ধমান ব্যয় ইত্যাদির কারণে কর্মীদের ক্রয় ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পেয়েছে। এটি বিবেচনা করে এবং কর্মচারীর জীবনযাত্রার উন্নতি করতে বিদ্যমান অব্যাহতি সীমাটি মূল বেতনের পঁয়ষট্টি শতাংশ বা প্রতি মাসে ৫০,০০০/- টাকা করা ।
০৫	**পরিবহন ভাতার ক্ষেত্রে অব্যাহতির সীমা**		
	আয়কর অধ্যাদেশের , ১৯৮৪ এর বিধি ৩৩সি বিধান অনুসারে নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোনো পরিবহন প্রদত্ত না হলে, যদি কর্মচারীকে এর পরিবর্তে নগদ ভাতা প্রদান	সুতরাং, আমরা প্রস্তাব করছি যে বিদ্যমান অব্যাহতির সীমা ৩০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০,০০০ করা হোক।	এই বিধি ৩০সি পর্যালোচনা করা দরকার, কারণ প্রতিকূল বাজার পরিস্থিতি, মূল্যস্ফীতি, জ্বালানী ব্যয়ের মূল্য, কর্মচারীর জীবনধারণ ব্যয়বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে কর্মীদের ক্রয়ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পেয়েছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নতি করতে কর্মচারীদের

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	করা হয় তবে অনুরূপে গৃহিত ভাতার পরিমাণ ৩০,০০০ টাকার অধিক হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারির বেতনের অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।		বিদ্যমান অব্যাহতির সীমা ৩০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০,০০০ টাকা করা উচিত বর্তমানে যা প্রতি মাসে ২,৫০০ টাকা হওয়ায় তা প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা হবে।
০৬	**বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে ভ্রমণের জন্য হ্রাসকৃত বা বিনামূল্যে ভাতা (আয়কর বিধি, ১৯৮৪ এর বিধি ৩৩ জি এর অধীনে)**		
	আয়কর বিধি, ১৯৮৪ এর বিধি ৩৩ জি (১) (খ) প্রভিশন অনুযায়ী অবকাশযাপন কিংবা বিনোদনের উদ্দেশ্যে কর্মচারী এবং তার নির্ভরশীলগণের বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত ভ্রমণ ভাতায় বিদেশ ভ্রমণের ব্যয় প্রতি দুই বছরে একবারের অধিক গ্রহণযোগ্য হবে না।	সুতরাং, আমরা সুপারিশ করি যে এই নির্দিষ্ট বিধানটি সংশোধন করা হোক যাতে বিদেশে বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত নির্বিশেষে সমস্ত প্রকৃত ব্যয় অনুমোদনযোগ্য হয়।	এই বিধানটির পর্যালোচনা করা দরকার, কারণ এটি নিয়োগের শর্তাদি মেনে করা হয়েছে এবং এটি কর্মচারীর পরিবারের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করতে সাহায্য করবে।
০৭	**কর্মচারী হাসপাতালে ভর্তি, চিকিৎসা ব্যয় বা চিকিৎসা ভাতা**		
	বিধি ৩৩ আই, যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারী হাসপাতালে ভর্তি, চিকিৎসা ব্যয় বা চিকিৎসা ভাতা বাবদ যে কোন পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত বা প্রাপ্য হয়, সেক্ষেত্রে ঐরূপ প্রাপ্ত বা প্রাপ্য অর্থ যদি থাকে তার মূল বেতনের ১০% কিংবা বার্ষিক ১,২০,০০০, তন্মধ্যে যেটি কম, অতিরিক্ত করলে, তার আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে;	সুতরাং, আমরা কর্মচারীর প্রকৃত চিকিৎসা ব্যয় অব্যাহতি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করছি।	এই বিধি ৩০ আই পর্যালোচনা করা দরকার, কারণ নিয়োগ কর্তার কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসা ব্যয় কে কোন ব্যক্তি আয় হিসেবে গণ্য করা উচিত হবে না। এই বিধানটি নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য বিশাল বোঝা হয়ে উঠবে, যেহেতু তাদের মূল বেতন খুব

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
	ক) যদি কোন প্রতিবন্ধি কর্মচারী চিকিৎসা ব্যয় বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা গ্রহণ করেন তবে তার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। খ) যদি কোন নিয়োগকর্তা, একজন অংশীদার পরিচালক কোনও কর্মচারীর হার্ট, কিডনি, চোখ, যকৃত এবং ক্যান্সার সম্পর্কিত শল্যচিকিৎসার জন্য প্রদান করেন, কর্মচারীর মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।		কম, অন্যদিকে রোগটি কম বা উচ্চ-আয়ের গোষ্ঠীর লোকদের বিবেচনা করে না। মেডিক্যাল চিকিৎসা একটি জরুরি প্রয়োজন এবং প্রকৃত ব্যয় দ্বারা সমর্থিত হলে ছাড়ের স্তরটি সীমাবদ্ধ করার কোনও প্রয়োজন হবে না। যদি সন্দেহ থাকে তবে তা নিরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা যেতে পারে।
০৮	**ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ফান্ড এর প্রাপ্ত অর্থ**		
	বাংলাদেশ শ্রম আইন: ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ফান্ড কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে অনূর্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিশোধ, অনুরূপ পরিশোধের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি বিষয়ে বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যে বিধানই থাকুক না কেন, (আয়কর আইন ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ডিডি অনুযায়ী) অনুরূপ ফান্ডের সুবিধাভোগীর অনুকূলে যেকোনো অর্থ পরিশোধকারী যেকোনো ব্যক্তি অনুরূপ পরিশোধ সম্পাদনকালে বর্ণিত পরিশোধ হতে ৫% হারে আয়কর কর্তন করবেন।	আর তাই আমরা সুপারিশ করছি যে, □ পূর্ববর্তী ধারা পুন:প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ফান্ড এর প্রাপ্ত অর্থ করদাতার মোট আয় থেকে বাদ দেয়া হোক এবং □ ৫২ডিডি ধারায় উৎসে কর্তন বাতিল করা হোক।	এটা ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ফান্ড এর শ্রমিকদের নেট আয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে। অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের লোকজনেরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। উপরন্তু, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর পরিপন্থি যেখানে ডব্লিউপিএফ এর আয় কর মুক্ত।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন
০৯	**ব্যক্তি করদাতার জন্য ধারা ৮২ সি (২) (বি) এবং ধারা ৮২ সি (২) (৪) (এ) ন্যুনতম কর সংশোধনঃ**		
	বর্তমানে ধারা ৫৩ ই এর অধীনে উৎসে কর কর্তন ধারা ৮২ সি (২) (বি) অনুযায়ী ন্যূনতম কর হিসাবে বিবেচিত করা হয়। তাছাড়া, ধারা ৮২ সি (২) (৪) (এ) তে ব্যক্তি করদাতার উপর মোট প্রাপ্তির ০.৫০% ন্যূনতম কর বিবেচিত হয়।	আমাদের প্রস্তাব হলোঃ ন্যূনতম কর ধারা ৮২ সি (২) (বি) থেকে উৎসে কর এর ধারা ৫৩ ই প্রত্যাহার এবং ধারা ৮২ সি (২) (৪) (এ) তে ব্যক্তি করদাতার উপর মোট প্রাপ্তির ০.৫০% ন্যূনতম কর প্রত্যাহার করা।	ধারা ৫৩ ই এর অধীনে উৎসে কর কর্তন এবং ধারা ৮২ সি (২)(৪)(এ) তে ব্যক্তি করদাতার মোট প্রাপ্তির উপর ০.৫০% শতাংশ ন্যূনতম কর যথাক্রমে ধারা ৮২ সি (২) (ডি) এবং ৮২ সি (২) (৫) এর অধীনে ন্যূনতম কর হিসাবে বিবেচিত করার কারণে উল্লিখিত উৎসে কর অথবা মোট প্রাপ্তির ০.৫০% শতাংশ কর ব্যক্তি করদাতার পুরো করের দায় এর চেয়ে বেশি দেখায়। সুতরাং, ন্যূনতম কর বিধান ধারা ৮২ সি (২) (বি) থেকে উৎসে কর ৫৩ ই ধারা প্রত্যাহার এবং ধারা ৮২ সি (২)(৪)(এ) ব্যক্তি করদাতার উপর ন্যূনতম কর মোট প্রাপ্তির ০.৫০% শতাংশ প্রত্যাহারের এর মাধ্যমে অগ্রীম উৎসে কর ফেরত পাওয়ার সুযোগ রাখলে ব্যক্তি করদাতা (ডিলার / বিতরণকারীদের) কিছুটা স্বস্তি হবে।
১০	**করমুক্ত ব্যক্তির উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান বাতিল করা**		
	বর্তমানে আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিলে উল্লেখিত আয়ের উপর কর অব্যাহতির বিধান থাকলেও উৎসে কর কর্তনের সব বিধানে কর অব্যাহতির সার্টিফিকেটের বিধান না থাকার কারণে করমুক্ত ব্যক্তির উপর উৎসে কর কর্তনের বিধানটি বলবত থেকে যায় যা মাঠ পর্যায়ে জটিলতা সৃষ্টি করে।	আমাদের প্রস্তাব হলো : আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিলে উল্লেখিত আয়ের উপর কর অব্যাহতি এর বিধান থাকলে পুনরায় উৎসে কর কর্তনের বিধানে কর অব্যাহতির সার্টিফিকেটের বিধানটি বাতিল করা ।	আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিলের উল্লেখিত আয়ের উপর ইতিমধ্যে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত হওয়ায় পুনরায় উৎসে কর কর্তনের বিধানে কর অব্যাহতির সার্টিফিকেটের বিধানটি সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান পরিস্থিতি	প্রস্তাব/পরামর্শসমূহ	যুক্তিখণ্ডন